প্রথম আলো

তারিখ 29 AUG 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের শিক্ষার্থী সুরাইয়া আক্তারের এভাবে চলে যাওয়া কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছেন না তার মা তানিয়া হোসেন। গতকাল স্বজনেরা তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেন ● ছবি : প্রথম আলো

বাঁচানো গেল না সুরাইয়াকে

বখাটে দরজিকে গ্রেপ্তারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

সুরাইয়ার মৃত্যুর খবরে কান্নায় ভেঙে পড়ে তার সহপাঠীরা ● ছবি : প্রথম আলো

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

মাত্র ১৪ বছর বয়স তার। পড়ে ঢাকার ভালো স্কুলগুলোর একটি উইলস লিটল ফ্লাওয়ারে, অষ্টম শ্রেণিতে। স্কুল থেকেই ফিরছিল সে। পাঁচ দিন আগে, বুধবারে। খালাতো ভাইয়ের সঙ্গে স্কুলের সামনের পদচারী-সেতু পেরিয়ে নিচে নামছিল। সেখানেই স্কুলের পোশাক পরা সুরাইয়া শিকার হলো ছুরিকাঘাতের। তারপর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে।

সুরাইয়া আক্তার (রিসা)

তার সুস্থতা কামনা করে প্রার্থনা করেছেন বাবা-মা, ছোট দুটি ভাইবোন, স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। চিকিৎসকেরা চেষ্টা করে গেছেন। কিন্তু সবকিছু ব্যর্থ করে দিয়ে সুরাইয়া আক্তার রিসা গতকাল মারা গেছে।

মাস ছয়েক আগে স্কুলের ড্রেস বানাতে সে মায়ের সঙ্গে গিয়েছিল দরজির কাছে। সেই দরজি ফোন নম্বর পেয়ে উত্ত্যক্ত করত তাকে, পিছু নেয় তার। মৃত্যুর আগে সুরাইয়া বলে গেছে, ওই দরজি ওবায়দুলই ছুরি মেরেছে তাকে।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

'এখন আমারে কে দেইখ্যা রাখব?'

মানসুরা হোসাইন ●

'ও তো আমার বড় আদরের বাচ্চা। বড় মাইয়্যা। ওরে আমি খুব যত্নে পালছি। শরীরে একটা দাগও ছিল না। আমার এতটুকুন বাচ্চারে কী করল? আমি এখন কেমনে বাঁচমু?' মা তানিয়া হোসেন বলেই যাচ্ছেন, 'আমার বাচ্চা আমারে কইল্যা গেছে, টেইলার্সের কর্মচারী ওর শরীরে ব্যথা দিছে।' বলেই চিৎকার। চিৎকার থামলেও একটু পরপর বলছিলেন, 'আমি এখন কেমনে সহ্য করমু। আমার ১৪

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

বাঁচানো গেল না সুরাইয়াকে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পুলিশকেও সুরাইয়া এই জবানবন্দি দিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, সুরাইয়া গত বৃহস্পতিবার রাতে হাসপাতালে জবানবন্দিতে বলেছে, বখাটে ওবায়দুল তাকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করেছে। হামলার আগের দিনও সে তার পিছু নিয়েছিল।

সুরাইয়ার মৃত্যুর খবর গতকাল কাকরাইলের উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজে ছড়িয়ে পড়লে শিক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বেলা ১১টা থেকে পৌনে ২টা পর্যন্ত কয়েক শ শিক্ষার্থী বেরিয়ে এসে স্কুলের সামনের সড়ক অবরোধ করে রাখে। তারা হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ করে।

গত বুধবার দুপুরে পরীক্ষা শেষে স্কুল থেকে বেরিয়ে রাস্তার ওপারে যাওয়ার জন্য পদচারী-সেতুতে ওঠে সুরাইয়া। সেতু পার হয়ে খালাতো ভাইয়ের সঙ্গে নামার সময় এক যুবক তাকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। তার চিৎকারে স্কুলের শিক্ষার্থীরা ও কয়েকজন অভিভাবক ছুটে এসে তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। ওই হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল সকাল ৮টা ৫০ মিনিটে সুরাইয়া মারা যায়। এ সময় তার বাবা মো. রমজান হোসেনসহ উপস্থিত স্বজনেরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। মেয়ের মৃত্যুর খবরে পুরান ঢাকার বাসায় থাকা সুরাইয়ার মা অসুস্থ হয়ে পড়েন। ঢাকা মেডিকেলের সহকারী অধ্যাপক রাবেয়া বেগম বলেন, ছুরিকাঘাতে সুরাইয়ার শরীরে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি হয়। এ কারণে তার অতিরিক্ত রক্তক্ষরণও হয়েছিল।

সুরাইয়া মা-বাবার সঙ্গে পুরান ঢাকার ১০৪ সিদ্দিকবাজারের বাসায় থাকত। তার বাবা রমজান হোসেন কেবল ব্যবসায়ী। দুই মেয়ে ও এক ছেলের মধ্যে সুরাইয়া সবার বড়। রমজান হোসেন *প্রথম আলো*কে বলেন, মাস ছয়েক আগে সুরাইয়াকে সঙ্গে নিয়ে ওর মা এলিফ্যান্ট রোডের ইস্টার্ন মল্লিকা মার্কেটের তৃতীয় তলার একটি টেইলার্সে স্কুলের পোশাক বানাতে দেন। যোগাযোগের জন্য বাসার ঠিকানা ও মুঠোফোন নম্বর রেখে দেওয়া হয় দোকানে। এরপর থেকে ওই দোকানের কাটিং মাস্টার ওবায়দুল খান (২৯) মুঠোফোন নম্বরে যোগাযোগ করে সুরাইয়াকে উত্ত্যক্ত করতে থাকে। বিষয়টি জানতে পেরে মুঠোফোনটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। মুঠোফোন বন্ধ করে দিয়ে তিনি ভেবেছিলেন আর কোনো সমস্যা হবে না। তাই পুলিশকেও কিছু জানাননি। রমজান বলেন, হামলার আগের দিনও ছুটি হওয়ার পর বখাটে ওবায়দুল সুরাইয়ার পিছু নিয়েছিল। সুরাইয়া আহত হওয়ার পর ওর মায়ের কাছ থেকে তিনি এ কথা শুনেছেন। বাবা বলেন, 'আমি জানলে সুরাইয়াকে ভ্যানে না দিয়ে নিজেই আনা-নেওয়া করতাম। আগে আমি, ওর মা তাকে আনা-নেওয়া করতাম।' সুরাইয়ার মা উচ্চরক্তচাপ ও ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ায় ২০ দিন ধরে স্কুল ভ্যানে আনা-নেওয়া করা হচ্ছিল। রমজান বিলাপ করে বলেন, বৃহস্পতিবার সুরাইয়া আইসিইউতে বলেছিল, 'ও আর বাঁচবে না। ওর খুব শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। পরদিন থেকে ও অচেতন ছিল। আমার মেয়ের কী অপরাধ? কেন তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হলো? পাঁচ দিনেও বখাটে ওবায়দুল গ্রেপ্তার হলো না। এখন কীভাবে বিচার পাব?'

বখাটে ছেলেটি কেন গ্রেপ্তার হলো না—এই প্রশ্ন ছিল সড়ক অবরোধকারী শিক্ষার্থীদেরও। রমনা থানার ওসি মশিউর রহমান বলেন, ওবায়দুলকে গ্রেপ্তারের আশ্বাস দেওয়ায় শিক্ষার্থীরা রাস্তা ছেড়ে প্রতিষ্ঠানে ফিরে যায়। শিক্ষার্থীরা বলেছে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ওবায়দুল গ্রেপ্তার না হলে তারা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্কুলের সামনের সড়ক অবরোধ করবে।

এদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গ থেকে ময়নাতদন্ত শেষে সহপাঠীরা সুরাইয়ার লাশ মিছিলসহকারে বেলা আড়াইটার দিকে উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলে নিয়ে যায়। সবাই সুরাইয়াকে দেখতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায়। সবার চোখের কোণে ছিল পানি। সহপাঠী শারমিন জাহান, মাইশা ইসলাম ও সপ্তর্ষী বর্মণ কাঁদতে কাঁদতে বলে, সুরাইয়া ছিল সদালাপী ও সহজ-সরল। স্কুল প্রাঙ্গণে জানাজার আগে মাইক হাতে সুরাইয়ার বাবা রমজান হোসেন কান্নাজড়িত কণ্ঠে মেয়ের জন্য সবার দোয়া চান। জানাজা শেষে সুরাইয়ার লাশ সিদ্দিকবাজারের বাড়িতে নেওয়া হয়।

অভিভাবক প্রতিনিধি রেহানা আক্তার *প্রথম আলো*কে বলেন, মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে নতুন করে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন তাঁরা। শিক্ষার্থীদের অভিভাবকেরা 'ইভ টিজিং' ঠেকাতে স্কুলের সামনে নিরাপত্তার ব্যবস্থা জোরদারের দাবি জানান।